অসীলাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আত্তাওয়াস্সুল এর আভিধানিক অর্থ নৈকট্য লাভ করা। অসীলাহ্ হচ্ছে যার মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায়। অর্থাৎ অসীলাহ হচ্ছে সেই উপায় ও মাধ্যম যা লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেয়।

ইবনুল আছীর (রহঃ) প্রণীত নিহায়াত্ গ্রন্থে এসেছে আলঅসিল অর্থ আর্‌রাগিব অর্থাৎ আগ্রহী। আর অসীলাহ্ অর্থ নৈকট্য ও মাধ্যম বা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বস্তু পর্যন্ত পৌছা বা নিকটবর্তী হওয়া যায়। অসীলাহর বহু বচন হচ্ছে অসায়েল। (আন্‌নিয়াহায়াত ৫খন্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা)

কাসূম অভিধানে এসেছে,
অর্থাৎ, এমন আমল করা যার মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যায়। ইহা তাওয়াস্সুলের অনুরূপ অর্থ। (ক্বামূসুল মুহীত্ব ৪র্থ খন্ড ৬১২পৃঃ)

কুরআনে অসীলাহর অর্থ

ইতিপূর্বে অসীলাহর যে আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেছি। সালাফগণ (পূর্বসূরী বিদ্বান তথা সাহাবা ও তাবেঈগণ) কুরআনে উল্লেখিত অসীলাহ শব্দের অর্থ তাই করেছেন। যা সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা অর্থের বহির্ভূত নয়। কুরআন কারীমে দু'টি সূরার দু'টি আয়াতে অসীলাহ শব্দটির উল্লেখ এসেছে। সূরা দু'টি হচ্ছে মায়িদাহ্ ও ইসরা।

আয়াত দু'টি নিম্নরূপঃ
অর্থঃ "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর নিকট অসীলাহ সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর। অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্ত হবে।" (সুরা মায়িদাহঃ ৩৫)

অর্থঃ "তারা (কতিপয় জনসমষ্টি) যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট অসীলাহ্ সন্ধান করে। তাদেরকে অধিক নিকটবর্তী; আর তারা তার (আল্লাহ্‌র) রহমতের আশা করে ও তার আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব ভীতিযোগ্য।"(সুরা ইসরাঃ ৫৭)

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমামুল মুফাস্সিরীন হাফিয ইবনু জারীর (রহঃ) বলেছেনঃ
অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি আরোপিত যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ মান্য করতঃ আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দাও।

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট নৈকট্য তালাশ কর তাকে সন্তুষ্টকারী আমলের মাধ্যমে। হাফিয ইবনু কাছীর ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, অসীলাহ অর্থ নৈকট্য। অনুরূপ অর্থ সংকলিত হয়েছে মুজাহিদ, হাসান, আব্দুল্লাহ বিন কাছীর, সুদ্দী, ইবনু যায়েদ ও অপরাপরগণ থেকে। কাতাদাহ থেকেও এরূপ সংকলিত হয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য থেকেও এরূপ সংকলিত হয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে ও তাকে সন্তুষ্টিকারী আমলের মাধ্যমে। অতঃপর ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেনঃ এ সকল নেতৃস্থানীয় আলিমগণ আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন এত (নির্ভরযোগ্য) তাফসীরকারদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। আর তা হচ্ছে এই যে, অসীলাহ হচ্ছে ঐ বিষয় যার মাধ্যমে অভিষ্ঠ লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌছা যায়। (তাফসীর ইবনু কাছীর ৫খন্ড ৮৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় আয়াতঃ বিশিষ্ট সাহাবী ইবনু মাসউদ (রাঃ) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তাতে তার অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন-
অর্থঃ "কিছু সংখ্যক মানুষ কিছু সংখ্যক জ্বিনের পূজা করত, অতঃপর পূজ্য জ্বিন সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তারা (ঐ মানব সম্প্রদায়) নিজেদের ধর্মে (জ্বিন পূজায়) বহাল থাকে। (বুখারী শরীফ)

হাফিয ইবন হাজার (রহঃ) বলেনঃ অর্থাৎ জ্বিনের পূজাকারী মানব সম্প্রদায় জ্বিন পূজায় বহাল থাকে, অথচ এ সকল জ্বিন তা পছন্দ করতো না, যেহেতু তারা ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র নিকট অসীলাহ্‌ কামনা করতে শুরু করেছে। (ফাতহুল বারী ৮ম খন্ড ৩৯৭ পৃষ্ঠা)

উক্ত আয়াতের এটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা। যেমনটি ইমাম বুখারী ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণনাপূর্বক তার ছহীহ্‌ বুখারী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। অসীলাহ্‌ বলতে যে ঐ সকল বিষয় বস্তু উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়, এ ব্যাপারে আয়াতটি অত্যন্ত স্পষ্ট।

এজন্য আল্লাহ্‌ বলেন, অর্থাৎ তারা সন্ধান করে এমন সৎ আমল যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করা যায়। দু'টি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে সালাফদের (পূববর্তী মুফাস্‌সিরদের) থেকে যা সংকলন করেছি এরই নির্দেশ করে আরবী ভাষা (অভিধান) ও সঠিক বোধশক্তি।

পক্ষান্তরে যারা এ আয়াত দু'টি থেকে নবীগণ ও নেক্‌কারগণের অবয়ব সত্ত্বা আল্লাহ্‌র নিকট তাদের অধিকার ও সম্মানের অসীলাহ্‌ গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করে থাকে তাদের ব্যাখ্যা বাতিল এবং বাক্যকে নিজের স্থান থেকে বিকৃত করণ, শব্দকে তার প্রকাশ্য নির্দেশনা থেকে পরিবর্তন করণ ও দলীলকে এমন অর্থে ব্যবহার করার শামিল যার সম্ভাবনা রাখে না। তদুপরি এমন অর্থ কোন সালাফ তথা ছাহাবাহ্‌ তাবিঈ ও তাদের অনুসারীগণ বা গ্রহণযোগ্য কোন তাফসীরকারক বলেননি।

যখন প্রতিভাত হলো যে, অসীলাহ্‌ শব্দের অর্থঃ ঐ সকল সৎকর্ম যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। এবার এই সৎকর্মটির শরীয়ত সম্মত কিনা জ্ঞাত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কারণ আল্লাহ্‌ এ সকল আমল নির্বাচন করার দায়িত্ব আমাদের দিকে সোপর্দ করেননি, বা তাহা চিহ্নিত করার ভার আমাদের বিবেক ও রুচির উপর ছাড়া হয়নি। কেননা এমনটি হলে আমলে বৈপরিত্য ও বিভিন্নতা সৃষ্টি হতো। তাই আল্লাহ্‌ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমলের ক্ষেত্রে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে এবং তার নির্দেশনা ও শিক্ষার অনুসরণ করতে। কেননা আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ জানেনা কোন্‌ বিষয় তাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যমগুলো জানা। আর তা এভাবে সম্ভব; প্রতিটি মাস্‌আলার (বিষয়) আল্লাহ্‌ ও তদীয় রাসূল (সাঃ) যা প্রবর্তন ও বর্ণনা করেছেন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কোন আমল সৎ হওয়ার জন্য তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে খাঁটি হতে হবে এবং আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে। এ কথার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, তাওয়াস্‌সুল দু'ভাগে বিভক্ত শারঈ (শরীয়ত সম্মত) ও বিদঈ (বিদ'আতী বা শরীয়ত বিরোধী)

(১) শরীয়ত সম্মত অসীলাহঃ

কুরআন সুন্নাহ রোমন্থন করে শরীয়ত সম্মত অসীলাকে তিন ভাগে সীমাবদ্ধ পাওয়া গেছে।

(ক) আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ।
(খ) সৎ আমলের অসীলাহ।
(গ) সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ।

প্রিয় পাঠক এক্ষণি আপনার সমীপে প্রকারগুলো দলীল সহ বিশদ বর্ণনা দেয়া হলোঃ-

প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ ধারণ সম্পর্কেঃ আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ্‌ গ্রহণ করার নিয়ম, যেমন মুসলিম ব্যক্তি তার দু'আয় বলবেঃ

অর্থঃ "হে আল্লাহ্ তুমি প্রজ্ঞাময় পরাক্রমশালী করুণাময়, কৃপানিধান, আল্লাহ্ তাই তারই অসীলায় সমগ্র বস্তুকে পরিব্যপ্তকারী তোমার রহমতের অসীলায় তোমার নিকট আমার জন্য রহমত ও ক্ষমা ভিক্ষা করছি। অথবা অনুরূপ আল্লাহ্র সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর মাধ্যম ধরে দু'আ করবে।"

কিতাব ও সুন্নাহ্ এ প্রকার অসীলাহর প্রতি নির্দেশ দান করেছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

অর্থঃ "আর আল্লাহ্র অনেক সুন্দরতম নাম রয়েছে। অতএব সেগুলোর অসীলায় তাকে আহবান কর এবং পরিত্যাগ কর ওদেরকে যারা তার নাম সমূহের ভিতর বিকৃতি সাধন করে। (সূরা আ'রাফঃ ১৮০)

সুন্নাহ হতে দলীলঃ নবী (সাঃ) এর বাণীঃ
অর্থঃ "হে আল্লাহ্ তোমার গায়েব জানা ও সৃষ্টির উপর নিরংকুশ ক্ষমতার অসীলায় আমাকে

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র নিকট সৎ আমলের দ্বারা অসীলাহ গ্রহণ করাঃ

ঐ সৎ আমল যার ভিতর কবুল হওয়ার নির্ধারিত শর্ত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।[১] আর তা এরূপ যেন দু'আকারী বলবে-
অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তোমার প্রতি আমার ঈমান, তোমার জন্য আমার ভালবাসা এবং তোমার রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণের অসীলায় আমাকে ক্ষমা করো।"

আরো এরূপ শরীয়ত সম্মত দু'আহর অসীলাহ গ্রহণ করা যায়। এ সকল অসীলাহ নির্দেশনায় কুরআন থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু বাণী উদ্ধৃত হলোঃ
অর্থঃ "হে আমাদের প্রতিপালক নিশ্চিতরূপে আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করা এবং নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৬)

আরো আল্লাহ্র বাণীঃ
অর্থঃ "হে আমাদের প্রতিপালক তুমি যা অবতীর্ণ করেছে আমরা তার উপর ঈমান এসেছি এবং তোমার রাসূলের অনুসরণ করেছি অতএব আমাদেরকে সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের (মুহাম্মদী উম্মাতের সৎকর্মশীল বান্দাদের) দলে লিপিবদ্ধ কর।" (আলে ইমরানঃ ৫৩)

আরো আল্লাহ্র বাণীঃ
অর্থঃ "হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো বলে ঘোষণা প্রদানকারী ঘোষণা শ্রবণ করেছি অতঃপর আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের পাপরাশি মোচন কর এবং সৎ ব্যক্তিদের সাথে মৃত্যু দান কর।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৯৩)

সুন্নাহ থেকে বুরাইদা (রাঃ)-এর হাদীস প্রনিধানযোগ্য,
অর্থঃ বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট এই অসীলাই চাচ্ছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি তুমি সেই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কেউ প্রকৃত উপাস্য নেই। তুমি একক, মুখাপেক্ষীহীন, যিনি কাউকে জন্ম দেননি, এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এতদশ্রবণে নবী (সাঃ) বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট তার এমন সুমহান নামের অসীলায় আবেদন করেছে যে, তার মাধ্যমে আবেদন করা হলে, প্রদান করেন এবং প্রার্থনা করা হলে, কবুল করেন (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)

---

[১] ইবাদত কবুল হওয়ার প্রধানতঃ দু'টি শর্তঃ

১) সকল আমল ও ইবাদত আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে খালিছ হতে হবে। যাবতীয় ইবাদত যথাঃ সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত দু'আ-প্রার্থনা, মান্নত-মানসা, শপথ, সাহায্য, যাজ্ঞা, পশু জবাই-কুরবানী ইত্যাদি একমাত্র ঐ আল্লাহ্র জন খালিস হতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যে বা অন্য কোন স্বার্থে সম্পাদন করা চলবে না, অন্যথায় ঐ আমল ও ইবাদত শির্কের মত পাপে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

২) ইখলাসের সাথে সাথে দ্বিতীয় শর্ত নবী (সাঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমতঃ লক্ষ্য করতে হবে, আমল ও ইবাদত নবী (সাঃ) করেছেন বা করতে বলেছেন কিনা। দ্বিতীয়তঃ যদি করে থাকেন বা করতে বলে থাকেন তবে জানতে হবে কিভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন। এই শর্তটি যেই আমল ও ইবাদতে বিলুপ্ত থাকবে সেই আমল ও ইবাদত জঘন্যতম বিদ'আত রূপান্তরিত হবে। হাসানাহ্ নয়।

আরো এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে তিন ব্যক্তির ঘটনা সম্বলিত আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) এর হাদীস। তারা এক গর্তে প্রবেশ করে আশ্রয় নিলে একটি পাথর উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় তারা একে অপরকে বলল, তোমরা তোমাদের সৎ আমলসমূহের অসীলায় আল্লাহ আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর। অতঃপর তাদের একজন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের দ্বারা অসীলাহ্ গ্রহণ করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে অবাধ্যতায় কাজ থেকে বিরত হওয়ার অসীলাহ গ্রহণ করল। তাঁর চাচাতো বোনকে আয়ত্তে পাওয়ার পর যখন সে আল্লাহ্কে স্মরণ করিয়ে দেয় তখন সে আল্লাহ্র ভয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি তার আমানত দারিতা ও সততার অসীলাহ গ্রহণ করল। আর তা এভাবে, এক শ্রমিক তার পারিশ্রমিক ছেড়ে চলে গেলে সে তার পারিশ্রমিক সম্পদকে বিপুল সম্পদে পরিণত করে। পরবর্তীকালে সে এসে তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে যায় কিছুই ছেড়ে যায়নি। (বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

এখানে ঘটনার সারাংশের উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি মুসলিম ব্যক্তির খুলুসিয়াত পূর্ণ আমলের অসীলাহ গ্রহণ শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্র নিকট সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ গ্রহণঃ

যেমন মুসলিম ব্যক্তি চরম সংকটে পড়লে বা তার উপর কোন বিপদ আপতিত হরে এবং নিজেকে আল্লাহ্র হক আদায়ে ত্রুটি সম্পন্ন মনে করলে সে আল্লাহর নিকট মজবুত উপায় গ্রহণ করতে ভালবাসে। এজন্য এমন এক ব্যক্তির নিকট যেয়ে থাকে যাকে পরহেযগারী, পরিশুদ্ধি, মর্যাদা ও কুরআন-হাদীসের বিদ্যায় অধিক উপযুক্ত মনে করে তার নিকট বিপদমুক্তির ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করার আবেদন করে। এ ব্যাপারে সুন্নাহ ও সাহাবাগণের আচরণ নির্দেশ করে।

সুন্নাহ্ থেকে দলীলঃ আনাস (রাঃ) এর বণিত হাদীস " এক পল্লীবাসী নবী (সাঃ)-এর মিম্বরে খুৎবাহ দানকালে মসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল, রাস্তা ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অতএব আপনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। নবী (সাঃ) দু'খানা হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, এ পরিমাণ হাত উঠিয়েছিলেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখেছিলাম। (দু'আটি এই)

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। লোকেরাও তাদের হাত উঠিয়ে দু'আ করলো।

আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, (দু'আর পূর্বে) আমরা আসমানে ব্যাপক অংশ জুড়ে মেঘের একটিও খন্ড দেখি নাই, আমাদের মাঝে ও সিলা'র মাঝে কোন ঘরবাড়ীও ছিলনা। দু'আর পর রাসূল (সাঃ) এর পিছন দিক থেকে মেঘ প্রকাশিত হলো ঢালের এর পিছন দিক থেকে মেঘ প্রকাশিত হলো ঢালের ন্যায়। আসমানের মাঝা-মাঝি স্থানে এসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং বর্ষিত হলো। সেই যাতের কসম যার হাতে আমার জীবন নবী (সাঃ) হাত রাখেননি যে পর্যন্ত মেঘমালা পাহাড় সম আকারে বিস্তৃতি লাভ না করেছিল। অতঃপর মিম্বর থেকে অবতরণ করার পূর্বেই তার দাড়ির উপর দিয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়তে দেখেছি। অতঃপর তিনি সালাত আদায় করলেন এবং আমরা সালাতান্তে বের হলাম পানিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ীতে পৌঁছলাম। দ্বিতীয় জুমু'আহ্ পর্যন্ত এ বৃষ্টি অব্যাহত থাকে। অতঃপর ঐ পল্লীবাসী লোকটি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (সাঃ) মৃদু হাসলেন এবং তার হাত দু'খানা উত্তোলন পূর্বক বললেন,

অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ্ ঢিলার উপর, ছোট ছোট পাহাড়ের উপর, মাঠের ভিতর ও গাছপালা উৎপাদনস্থলগুলোতে। (বুখারী ও মুসলিম)

মেঘ সরে গেল এবং মদীনার পাশ্বস্ত ভূমিগুলিতে বর্ষিতে লাগল, মদীনায় আর একটুও বৃষ্টি বর্ষিত হলো না।

সাহাবাগণের আমল হতে প্রমাণ

এ মর্মের হাদীসটিও আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ লোকেরা যখন অনাবৃষ্টিতে ভুগতো তখন উমার (রাঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর মাধ্যমে বৃষ্টি চাইতেন। তিনি বলতেন,

অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলা ধারণ করলে তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে থাকতে, আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি। অতএব আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হতো। (বুখারী)

উমার (রাঃ) এর বাণী আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলাহ ধারণ করতাম এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলা ধারণ করছি, এর অর্থঃ আমরা আমাদের নবীর শরণাপন্ন হতাম এবং তার নিকট দু'আর আবেদন করতাম এবং তাঁর দু'আর অসীলায় আল্লাহ্র নৈকট্য কামনা করতাম। আর এমন যেহেতু তিনি উর্দ্ধতন বন্ধুর সান্যিধ্যে চলে গেছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন) সেহেতু আমাদের জন্য তার পক্ষে দু'আ সম্ভব নয় তাই আমাদের নবীর চাচার সম্মুখীন হচ্ছি এবং তার নিকট আমাদের জন্য দু'আর সম্ভব নয় তাই আমাদের জন্য দু'আর আবেদন করছি। এসব কথার অর্থ এটা নয় যে, তাঁরা তাদের দু'আয় এরূপ বলতেন, হে আল্লাহ্ তোমার নবীর সম্মানের অসীলায় আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর।

অতঃপর তার মৃত্যুর পর তারা বলতেন, হে আল্লাহ! আব্বাস (রাঃ)-এর মান মর্যাদার অসীলায় আমাদের বৃষ্টি দান কর। কারণ এ ধরনের দু'আ বিদআতী। কুরআন ও সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নেই। এরূপ অসীলাহ পূর্বসূরী কোন বিদ্যান ধারণ করেননি।

অনুরূপভাবে মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর যুগে ইয়াযীদ বিন আস্অদ (রহঃ)-এর অসীলাহতে অর্থাৎ তাঁর দু'আর অসীলাহতে বৃষ্টি চেয়েছিলেন। তিনি (ইয়াযীদ) সম্মানিত তাবেঈগনের একজন ছিলেন। যদি ব্যক্তিসত্তা, সম্মান ও মর্যাদার অসীলাহ ধারণ করা শরীয়ত সম্মত হতো তাহলে উমার ও মু'আবিয়াহ (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)-এর অসীলাহতে পানি চাওয়া বাদ দিয়ে আব্বাস (রাঃ) ও ইয়াযীদ (রাঃ)-এর অসীলাহ ধারণ করার শরণাপন্ন হতেন না।

২. বিদআতী অসীলাহ

ইতিপূর্বে আমরা শরীয়ত সম্মত অসীলাহ, তার প্রকারভেদ, ও দলীল সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, এবারে আমরা অন্যান্য অসীলাহ সম্পর্কে অবহিত হবো যেমন কোন ব্যক্তির অধিকারের অথবা কোন ব্যক্তির মর্যাদার অসীলাহ গ্রহণ বিদআতী অসীলাহ বৈ কিছু হতে পারেনা যার আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ্ থেকে কোন নির্দেশ নেই। এমনকি কোন সাহাবা ও তাবেঈগণ এরূপ করেছেন বলে জানাও যায়নি। এসবই (দৃষ্টান্ত ও অবস্থা) যথেষ্ট নবাবিস্কৃত অসীলাহ বাতিল প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে।

আর এ কারণেই অনেক গবেষক ইমাম ঐ ধরনের অসীলাহকে অস্বীকার করেছেন। এ বিসয়ে মতনৈক্যপোষণকারীর কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। কারণ তা দ্বীনের ভিতর নবাবিস্কৃত ও বিদআত থেকে নিষিদ্ধতা জ্ঞাপক সুন্নাহ ও কুরআনের স্পষ্ট দলীলসমূহের সাথে সংঘর্ষশীল।

অসীলাহ বিষয়ে কিছু সংশয় ও তার নিরসন

ব্যক্তিসত্ত্বা ও মর্যাদার অসীলাহ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ কিছু দলীল প্রমাণের আশ্রয় নিয়ে থাকেন যার অবস্থা দ্বিবিধ। হয় দলীলগুলি সহীহ্ শুদ্ধ কিন্তু তারা এর অর্থ বিকৃত করে এবং এমন অর্থে ব্যবহার করে যার সম্ভাবনা রাখে না। কিংবা দলীলগুলো দুর্বল ও বানোয়াট যার প্রতি নির্ভর করা যায় না। এ দু'টি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোকপাত করবো।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে এমন সব দলীল যেগুলিকে এমন অর্থে ব্যবহার করা হয় যার সম্ভাবনা রাখেনা। ব্যক্তিসত্ত্বার অসীলাহ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ ধারণা করে থাকেন যে ও দু'টি তাদের মতের সমর্থনে রয়েছে।

প্রথম হাদীসঃ হাদিসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। লোকেরা যখন অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হতো তখন উমার (রাঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর অসীলাহতে বৃষ্টি চাইতেন। তিনি বলতেন,
অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলা ধারণ করলে তুমি আমাদের বৃষ্টি দিয়ে থাকতে, আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি। অতএব আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হতো। (ইমাম বুখারী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন)

তারা এই হাদীস থেকে বুঝে থাকেন যে, উমার (রাঃ) এর অসীলাহ ধারণ করার অর্থ আব্বাস (রাঃ) এর আল্লাহ্‌র নিকট সম্মান ও মর্যাদার দ্বারা অসীলাহ গ্রহণ করা। উমার (রাঃ) কর্তৃক আব্বাস (রাঃ) এর অসীলাহ ধারণ মানে দু'আয় শুধু তার নাম উল্লেখ করা এবং তাঁর বরাতে আল্লাহর নিকট বৃষ্টি তলব করা। সমগ্র সাহাবা এ আচরণকে সমর্থন করেছিলেন। অতএব দাবীর সপক্ষে এ হাদীসটি প্রমাণ বহন করছে। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা পাঁচভাবে অগ্রাহ্য।

(এক) যদি ব্যক্তি সত্ত্বা ও সম্মানের অসীলাহ গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত হতো তাহলে উমার (রাঃ) সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ রাসূল (সাঃ)-এর অসীলাহ ধারণ করা থেকে বিমুখ হয়ে সম্মানের দিক থেকে তাঁর চেয়ে বহু নিম্নপর্যায়ের আব্বাস (রাঃ) এর অসীলাহ ধারণ করার জন্য শরণাপন্ন হতেন না। কিন্তু উমার (রাঃ) এমনটি এজন্য করেছেন কারণ, তিনি জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'আর অসীলাহ গ্রহণ করা শুধু তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব ছিল। জীবদ্দশায় থাকাকালে তিনি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন ফলে আল্লাহ্‌ তার দু'আ কবুল করতেন, যেমনটি পল্লীবাসী লোকটির ঘটনা থেকে জানা গেছে।

(দুই) মানুষ চরম পর্যায়ের কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে সভাবতই সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড় ধরনের একটি মাধ্যম তালাশ করে যা তাকে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম করতে পারে। সুতরাং কিভাবে উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার অসীলাহ শরীয়ত সম্মত হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করতে পারেন। অথচ তারা ছিলেন খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত অবস্থায়। যার জন্য সেই বছরটির নাম আমুর রমাদ (ছাই এর বছর) বলা হয়।

(তিন) হাদীসের শব্দ নির্দেশ করে যে, উমার (রাঃ) কর্তৃক আব্বাস (রাঃ)-এর অসীলাহ ধরা একাধিকবার ঘটেছে। আর তা আনাস (রাঃ)-এর উক্তি দ্বারা যে, লোকেরা যখন খরার সম্মুখীন হতো তখন উমার (রাঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর অসীলায় বৃষ্টি চাইতেন। যদি এমনটি ঘটেও থাকে যে, লোকেরা যখন খরার সম্মুখীন হতো তখন উমার (রাঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর অসীলায় বৃষ্টি চাইতেন। যদি এমনটি ঘটেও থাকে যে, উমর (রাঃ) উত্তম ছেড়ে অধমের শরণাপন্ন হয়েছেন যেমনটি বিরোধীগণের ধারণা। তাহলে একবার ঘটার কথা বারংবার ঘটার কথা নয়। কিন্তু দেখা যায় প্রতিবারই আব্বাসের শরণাপন্ন হয়েছেন। একটিবারও নবী (সাঃ)-এর শরণাপন্ন হননি।

(চার) নিশ্চয় বিরোধীগণ আমাদের সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে তথা উমার (রাঃ) এর বাণী "আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলাহ ধরতাম।" অনুরূপভাবে তাঁর বাণী "আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি।" এতে একটি অব্যয় উহ্য রয়েছে। বিরোধীগণ বলেন, "আামাদের নবীর সম্মানের অসীলাহ এবং আমাদের নবীর চাচার সম্মানের অসীলাহ শব্দগুলি উহ্য মেনে থাকেন।

আর আমরা আমাদের নবীর দু'আর অসীলাহ এবং আমাদের নবীর চাচার দু'আর অসীলাহ শব্দগুলি উহ্য মানি। সংযোগশীল উহ্য অব্যয়টি নির্ধারণের জন্য সুন্নাহ ও ঘটনার ভঙ্গির দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। উমার (রাঃ) ও সাহাবাগণ যেহেতু নিজেদের বাড়ীতে বসে থেকে বলেননি "আমরা তোমার নিকট তোমার নবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি" বরং তাঁরা আব্বাস (রাঃ)-কে নিয়ে সালাতের মাঝে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে যেয়ে দু'আ করার জন্য তার নিকট আবেদন করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থাটি ছিল দু'আর অবস্থা। যদি ব্যক্তিসত্ত্বা ও সম্মানের অসীলাহ ধরার অবস্থা হতো তাহলে তাদের জন্য ঘরে বসে রাসূল (সাঃ)-এর অসীলাহ ধারণ করা বেশী উপযুক্ত ছিল। কারণ উর্ধতন বন্ধুর (আল্লাহ্‌) সান্যিধ্যে গমণের ফলে তাঁর (রাসূলের) সম্মান ও মর্যাদা পরিবর্তন হয়নি। উমার (রাঃ) ও সাহাবাগণ জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছেন যা ইনতিকালের পূর্বের অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন তখন তারা নবী (সাঃ)-এর নিকট আসতেন এবং তাঁর নিকট দু'আ তলব করতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর বারযাখী[২] জীবনে অবস্থান করছেন, যে জীবনের প্রকৃতি ও ধরণ আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জান না। আর তা দুন্‌ইয়াবী জীবন ও তাঁর অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

[২] মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের দিন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে মৃত ব্যক্তিদের ব্যয়যাখী জীবন বলা হয়। দুনইয়ার জীবন নিঃশেষিত হওয়ার পর থেকে বারযাখী জীবনের ধারা শুরু হয়। দুনিয়াতে সলক নবী, অলী, মুশরিক যেমন সমানভাবে দুনিয়া জীবন হারিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তেমন সকল নবী এমনকি আমাদের নবী, অলী, মুশরিক, কাফির সবাই সমানভাবে মৃত্যুর পর আলামে বারযাখের জীবন লাভ করবে। যার কারণে মুমিন সম্প্রদায় সুখ ও নি'মাত প্রাপ্ত হয় এবং তা ভোগ করে আর কাফির, মুনাফিকরা শাস্তি ও অশান্তি ভোগ করে। তবে কুরআন হাদীসে শুধু নবীগণ ও শহীদহণের জীবিত থাকার কথা সরাসরি স্পষ্ট করে উল্লেখ হয়েছে শুধু তাদের সম্মান বুঝানোর জন্য। সাধারণ মু'মিন জীবিত থাকা বুঝানো হয়েছে অসরাসরিভাবে কবরে, জান্নাতের আবহাওয়া ও পরিবেশ লাভ করে শান্তি ও আনন্দ ভোগ করার সংবাদ দানের মাধ্যমে। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের জীবিত থাকা বুঝানো হয়েছে কবরে কবরে জাহান্নামের আবহাওয়া ও পরিবেশ লাভ করে শাস্তি ও অশান্তি ভোগ করার সংবাদ দানের মাধ্যমে। এর পরও তাদের জীবিত থাকার সরাসরি ভাবে কুরআন হাদীসে

(পঞ্চম) এরূপ আমল ও আচরণ কতিপয় সাহাবা থেকেও প্রমাণিত। যেমন মু'আবিয়াহ কর্তৃক পরিশুদ্ধিতার প্রসিদ্ধ তাবিঈ ইয়াযীদ বিন আসওয়া (রাঃ) এর অসীলাহ গ্রহণ করা। অনুরূপভাবে যাহ্হাক ও ইয়াযীদ বিন আসওয়াদের সাথে আচরণ করেছিলেন। এসব আচরণ প্রমাণ করে যে, নবী (সাঃ) তিরোধানের পর সাহাবাগণ তাঁকে অসীলাহ হিসাবে ধারণ করেননি। বরং তারা দু'আ করতে সক্ষম জীবিত সৎ ব্যক্তিকে তালাশ করতেন এবং তাঁর নিকট আল্লাহর দরবারে দু'আ করার জন্য আবেদন করতেন। যদি ব্যক্তি সত্ত্বা ও মর্যাদা অসীলাহ গ্রহণ করা, শরীয়ত সম্মত হতো তবে সাহাবাগণ এ ধরনের অসীলাহ ধারণে সবার চেয়ে অগ্রগামী হতেন। কারণ তাঁরা ক্ষুদ্রবৃহৎ সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে আগ্রহী ছিলেন। আর এমনটির যদি অস্তিত্ব তদানিন্তনকালে থাকতো তাহলে অবশ্যই তারা তা আমাদের জন্য সংকলন করতেন।

অর্থঃ হাদীসটি আহমদ, তিরমিযী ও অপরাপরগণ উসমান বিন হানীফ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করে দেন। নবী (সাঃ) বললেন, যদি তুমি চাও তবে তোমার জন্য দু'আ করবো এবং ইচ্ছা করলে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারো, আর এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর। অন্ধটি বলল, বরং আপনি তাঁর নিকট আমার জন্য দু'আ করুন। নবী (সাঃ) তাকে সুন্দরভাবে ওযু করতঃ দু'রাকাত নফল সালাত সম্পাদন করে এ দু'আটি পাঠ করতে বললেন, হে আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট চাই, এবং তোমার নবী তথা রহমতের নবীর অসীলাহতে তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। হে মুহাম্মদ আমার প্রয়োজন মিটাতে আপনার অসীলাহ ধরে আল্লাহর শরণাপন্ন হলাম সুতরাং আমার প্রয়োজন মিটান হবে। হে আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবূল কর এবং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল কর। অন্ধ লোকটি এরূপ করলে সুস্থ হয়ে যায়। (হাদীসটি তিরমিযী, আহমদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।)

ব্যক্তিসত্ত্বা ও নবী ওলীদের মান মর্যাদার অসীলাহ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ এ হাদীসটিকে তাদের স্বপক্ষের দলীল হিসেবে মনে করে। যেহেতু অন্ধ ব্যক্তি এ ধরনের অসীলাহ ধারণ করে চক্ষু ফেরত পেয়েছে। প্রকৃকপক্ষে এ ধরনের দলীল গ্রহণ ঠিক নয়। বরং এ ধরনের অসীলাহ শরীয়তসম্মত অসীলাহর প্রকারসমূহের তৃতীয় প্রকার। আর তা হচ্ছে সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ। তা ছাড়া উক্ত হাদীসের মাধ্যমে তাদের দলীল গ্রহণ করা প্রসঙ্গ নিম্নরূপ ভাষায় পর্যালোচনা করা সম্ভব।

প্রথমতঃ অন্ধ ব্যক্তি তো নবী (সাঃ)-এর নিকট এসেছিল তার নিকট দু'আ তলবের জন্য। আর তার এই বাণী থেকে সুস্পষ্ট "আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নবী (সাঃ)-এর দু'আর অসীলাহ গ্রহণ করেছিল। কারণ সে জানতো যে, আল্লাহর নিকট তাঁর দু'আ গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অন্যের দু'আ অপেক্ষা অধিক আশ্বস্তপূর্ণ। কারণ যদি সে ব্যক্তির উদ্দেশ্য তার ব্যক্তিসত্ত্বা বা মান-মর্যাদার অসীলাহ গ্রহণ করা হতো তাহলে তার পক্ষে বাড়ীতে বসে বসে এ অসীলাহ ধারণ করা বেশী উত্তম হতো। কিন্তু সে ব্যক্তি সশরীরে নবীর নিকটে এসে তার নিকট দু'আ তলব করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ নবী (সাঃ) তাকে উত্তম পন্থা গ্রহণের উপদেশ দানের পর তার জন্য দু'আ করার অ'দাহ দিয়েছিলেন। তাঁর বাণী- অর্থঃ "যদি তুমি চাও তবে তোমার জন্য দু'আ করবো এবং ইচ্ছা করলে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারো। আর এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।"

তৃতীয়তঃ অন্ধ ব্যক্তির দু'আর ব্যাপারে পিড়াপীড়ি করা। সে বলেছিল, "বরং আপনি তার নিকট দু'আই করুন।" এ কথার দাবী এটাই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্য দু'আ করেছিলেন, কারণ তিনি অ'দাহ পূরণকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। অতএব, যেহেতু তার ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে দু'আর অ'দাহ করেছিলেন, কাজেই দু'আ অসীলাহ ধরাই সঙ্গতিপূর্ণ যেমন ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

চতুর্থতঃ নবী (সাঃ) তাকে পন্থার প্রতি দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আর তা হচ্ছে সৎকর্ম ও দু'আর সমন্বয় সাধন করা। তাকে ওযু করে সালাত সম্পাদনোত্তর দু'আ করার।

পঞ্চমতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে দু'আটি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে এ কথাও শিখিয়েছিলেন "----" এমন শব্দকে নবী (সাঃ)-এর ব্যক্তি সত্ত্বা বা তার মান মর্যাদার বা তার অধিকারের দোহাই-এ ব্যবহার করা অসম্ভব। কারণ বাক্যটির অর্থ "হে আল্লাহ্

স্বীকৃতি হয়নি আল্লাহর নিকট তাদের অসম্মানিত হওয়ার কারণে। কারণ কাফির মুশরিকরা যখন দুনিয়াতে জীবিত ছিল তখনই তাদেরকে আল্লাহ মৃত বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে মৃত্যুর পর কি করে তাদেরকে জীবিত করবেন? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- অর্থঃ "কি যে ব্যক্তি মৃত (কাফির) ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত (হিদায়াত দান করেছি) এবং তার জন্য নূর সৃষ্টি করেছি যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, বের হতে পারছে না।" (সূরা আনআম, আয়াত- ১২২)

আমার ব্যাপারে তুমি তার সুপারিশ কবুল কর। অর্থাৎ আমার চক্ষু ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তার দু'আ কবুল কর। শাফায়াত (সুপারিশ) এর আভিধানিক অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা।

ষষ্ঠতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে দু'আটি অন্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে এটা বলতেও শিখিয়েছিলেন, "তাঁর ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর।" অর্থাৎ আমার চক্ষু ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তার দু'আ কবুল করার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর। উপরোক্ত বাক্য থেকে উল্লেখিত অর্থ ছাড়া আর কোন অর্থ হতে পারেনা।

এ কারণেই বিরোধী ভাইগণ এ বাক্যটি থেকে এড়িয়ে যেয়ে থাকেন। তাদের কিতাবে উল্লেখ করেন না। কেননা তারা জানেন যে, এটি তাদের গৃহীত মতকে ভেঙ্গে ফেলবে।

সপ্তমতঃ এ হাদীসটি উলামাগণ নবী (সাঃ)-এর মু'জিযাহ গৃহীত দু'আর এবং তার দু'আর বদৌলতে যে সকল অলৌকিক বিষয় ও রোগ নিরাময় হওয়া প্রকাশিত হয়েছে তার ভিতর গণ্য করেছেন। নবী (সাঃ) অন্ধ ব্যক্তিটির জন্য দু'আ করার ফলে আল্লাহ্ তার চক্ষু ফেরত দিয়েছিলেন। গ্রন্থ রচনাকারীগণ এ হাদীসটিকে নবুওত প্রমাণকারী প্রমাণাদির ভিতর উল্লেখ করেছেন। যেমন- বায়হাকী ও অপরাপরগণ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্ধ ব্যক্তিটি আরোগ্য লাভ করার অন্তর্নিহিত কারণ ও ভেদ হলো নবী (সাঃ)-এর দু'আ। একথার সমর্থন এভাবেও পাওয়া যায় যে, যদি নবীর দু'আ ব্যতিরেকে শুধু অন্ধ ব্যক্তিটির দু'আই আরোগ্যের ভেদ হতো তাহলে অন্ধদের যেকেউ আল্লাহর জন্য খাঁটি চিত্তে তার প্রতি ধাবমান অবস্থায় দু'আ করতো সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত হতো, বরং কমপক্ষে তাদের একজন হলেও আরোগ্য প্রাপ্ত হতো। অথচ এমনটি ঘটার প্রমাণ নেই। সম্ভবত ভবিষ্যতেও এমনটি ঘটবেনা। বিবাধীগণের অন্ধব্যক্তির হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিভাত হলো যে, হাদীসে বর্ণিত অবস্থানটি আদ্যপান্ত দুআ ও সৎকর্মের অবস্থান। যা একজন দু'আ কারী কায়েম করে থাকে। তদুপরী বিষয়টি হচ্ছে নবুওত প্রমাণকারী দলীলাদীর একটি দলীল যেমনটি ইতিপূর্বে ব্যক্ত কর হয়েছে।

দ্বিতীয় সংশয়

বিরোধীগণ ব্যক্তি সত্ত্বার অসীলাহ গ্রহণ করার বৈধতার স্বপক্ষে বেশ কিছু দুর্বল (অশুদ্ধ) ও বানোয়াট বা জাল হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। দলীল গুলির অগ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে তার দূর্বল ও জাল হওয়াই যথেষ্ট। অচিরেই আমরা সে সকল হাদীসের কিছু অংশ আলোচনা করবো সংক্ষিপ্তভাবে তার দুর্বল হওয়ার কারণ উল্লেখ পূর্বক।

(১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীদ- "হে আল্লাহ্ তোমার প্রতি প্রার্থনাকারীদের অধিকারের অসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।" (হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আহমদ ও ইবন মাজাহ)–

এ হাদীসটি অশুদ্ধ কারণ, এটি আত্বিয়াহ্ আউফী থেকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। আত্বিয়াহ দূর্বল এটা বলেছেন নববী তার আযকার গ্রন্থে। ইবনু তাইমিয়াহ তার "আল ক্বাইদাতুল জালীলাহ্" গ্রন্থে, যাহাবী তার মীযান বরং তিনি যুআ'ফা গ্রন্থে সকলের ঐক্যমতে দূর্বল বলেছেন।

হায়সামী মাজ্মাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থের একাধিক স্থলে তাকে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

২) "হাদীসটি হাকিম উদ্ধৃত করেছেন। উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন আদম (আঃ) ভুলে পতিত হলেন, তখন বললেন হে আল্লাহ্ আমি মুহাম্মদ (সাঃ) এর অধিকারের অসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যাতে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ্ বললেন, হে আদম! কি করে তুমি মুহাম্মদকে চিনলে অথচ আমি এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি। আদম (আঃ) বললেন হে আমার প্রতিপালক আপনি যখন সহস্তে আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং আমার ভিতর আপনার পক্ষ থেকে রূহ প্রদান করলেন তখন আমি মাথা উত্তোলন করে আরশের স্তম্ভগুলিতে লিখিত দেখলাম "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। তাতে আমি বুঝেছিলাম যে, আপনার নামের সাথে যাকে সংযুক্ত করেছেন নিশ্চয় তিনি আপনার নিকট সৃষ্টির ভিতর সবচেয়ে প্রিয়তম। আল্লাহ্ বললেন, যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য না থাকলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। হাদীসটি হাকিম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি জাল বানোয়াট, যেমনটি যাহাবী হাকিমের দ্বিমত পোষণ করে পর্যালোচনায় বলেছেন "বরং বানোয়াট"। হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে আব্দুর রহমান অতি হীন, এবং আব্দুল্লাহ বিন আসলাম আল-ফিহ্‌রীকে জানি না, সে কে? আরো রয়েছে এর সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন রশীদ। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনে হাজার বলেছেন ইবনে হিব্বান তাকে হাদীস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লাইছু ও মালিক এর বরাত দিয়ে হাদীস জাল করতেন। আরো রয়েছে ইবনু লাহীআহ যার হাদীস লিখাই হালাল নয়। (পর্যালোচনাটি দেখুন লিসানুল মীযান- ৩/৩৬০)

(৩) তাদের কথিত হাদীস; নবী (সাঃ) বলেছেন,

অর্থঃ "তোমরা আমার সম্মানের অসীলাহ ধারণ কর। কারণ আমার সম্মান আল্লাহ্‌র নিকট বিরাট বিষয়। এ হাদীসটি বানোয়াট, হাদীসের কোন গ্রন্থে এর কোন ভিত্তি নেই, এটা কবর পূজারী ও বিদআতীদের লিখিত বিভিন্ন পুস্তিকাদিতে পাওয়া যায়।[৩] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল (সাঃ) এর মান-মর্যাদা সুমহান, বরং তিনি সমস্ত সৃষ্টি কুলের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যেমন তিনি নিজেও বলেছেন- অর্থঃ "আমি আদম সন্তানের সরদার এটা অহংকারবশত নয় (বরং প্রকৃত সত্য কথা) হাদীসটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।

এতদসত্ত্বেও তিনি আমাদের জন্য এ প্রকার অসীলাহ্‌ গ্রহণ করা বৈধ করেননি এটাই উল্লিখিত হাদীসকে বাতিল প্রমাণ করে। তারা তাদের ভ্রান্ত মতের সমর্থের আরো বেশ কিছু জাল হাদীছের অবতারণা করে থাকে, এ বিষয়ে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি নিস্প্রয়োজন মনে করছি। ঐ সমস্ত হাদীসে সেই বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতএব, স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ব্যক্তি সত্ত্বার অসীলাহ গ্রহণ করার ব্যাপারে একটিও নির্ভযোগ্য হাদীছ নেই।

[৩] আরো পাওয়া যাবে জাল হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে। আর জাল হাদীসের গ্রন্থ অনেক। এ যাবৎ আমার অনুসন্ধানে প্রায় ৩০ খানা কিতাবের নাম পেয়েছি। যার চার পাঁচ খানা অমার গৃহে মওজুদ রয়েছে।- অনুবাদক